দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JAN 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

013

দৈনিক
ইত্তেফাক
শনিবার, ১লা মাঘ, ১৩৯৪

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিতে না খুলিতেই আবার সেখানে সন্ত্রাসের আলামত পরিলক্ষিত হইতেছে। গত বুধবার দুপুরে ২০/২৫ জন যুবক কর্তৃক সশস্ত্র অবস্থায় হোন্ডায় করিয়া মধুর কেন্টিন চক্কর দেওয়ার ঘটনাকে মোটেও খাটো করিয়া দেখা যায় না। অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা হইতেছে, উহার যে সমস্ত রিপোর্ট ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সন্ত্রাস বলিলে কম বলা হয়। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধ করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হইয়াছে। বলা অনাবশ্যক যে, এই ধরনের বৈঠক এবং সংকল্প ব্যক্ত করার ঘটনা ইহাই প্রথম নয়। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং পরীক্ষা দিনের পর দিন বন্ধ থাকিতেছে। এই অবস্থায় উদ্ভূত নূতন পরিস্থিতি দর্শনে যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন তাঁহারা শিহরিত না হইয়া পারিতেছেন না।

এদেশের রাষ্ট্রশক্তি, রাজনীতি শক্তি এমনকি সমাজ শক্তিও নানা কারণেই জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় ওইসব শক্তি তাহাদের উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসাবে বারে বারেই এদেশের শ্রমিক ও ছাত্রমহলকে ব্যবহার করিতেছে। এই ধরনের বিভিন্নমুখী ব্যবহারের ফলেই প্রতিশ্রুতিশীল শত শত ছাত্র মারা পড়িয়াছে; হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ হইয়াছে বিনষ্ট। শিক্ষকবৃন্দও পরিস্থিতির শিকার কম হন নাই। অনেকেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক ক্যাম্পাসে রাজনীতির সহিত জড়াইয়া পড়িয়াছেন। আর ইহারই তালেগোলে পড়িয়া দেশের শিক্ষার পরিস্থিতি, শিক্ষার মান আজ অবনতির অতলগহ্বরে তলাইবার উপক্রম হইয়াছে।

তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সিন্ডিকেট সদস্য এবং শিক্ষক মহোদয়বৃন্দের নিকট আমাদের আবেদন আর জোড়াতালির মহড়া নয়, সাহসের সাথে আগাইয়া আসুন। সকল রকম ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ ও রাজনীতির উর্ধ্বে উঠিয়া জনসমক্ষে চিহ্নিত করিয়া দিন, কাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, সন্ত্রাস আর শিক্ষাহীনতার জন্য দায়ী। কাহারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়া এভাবে ছিনিমিনি খেলিতেছে এবং অবনতিকর এই সামগ্রিক পরিস্থিতির সত্যিকার প্রতিকার কি? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, অবিলম্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হউক এবং তদন্ত করা হউক পরিস্থিতির জন্য কে বা কাহারা দায়ী।

বস্তুতঃ দেশের সব কয়টি সর্বোচ্চ শিক্ষালয়ে যাহা চলিতেছে, তাহা এরকম অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন হইতে যদি শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের অধিকার হরণের ধারা এভাবেই অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উহাকে আত্মঘাতী প্রবণতা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই আজ কাহাকেও না কাহাকেও ঝুঁকি লইতেই হইবে। প্রয়োজনে কতগুলি তিক্ত সত্য স্পষ্টভাষায় উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে হইবে। গ্রহণ করিতে হইবে এমন কিছু পদক্ষেপ যাহা রূঢ় হইলেও বাস্তব। এক কথায় দেশের ভবিষ্যৎ হিসাবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী সমাজের এই সর্বনাশা বিনাশ দেশবাসী আর কিছুতেই মানিয়া নিতে পারে না।